হোয়াট ইফ

নরম্যান এবং লিভি ট্রেনে উঠতে দেরী করে ফেলল। কোনো মতে একটি সিট পেল ওরা। সামনের বগিতে সিটটা। ওতেই উঠে পড়ল ওরা।

নিউইয়র্ক যাচ্ছে নরম্যান এবং লিভি। আশা করছে কেউ ওদের বিরক্ত করতে আসবে না। দু'জনে গল্প করে দিব্যি কাটিয়ে দেয়া যাবে সময়।

লিভিকে বিয়ে করে সুখি নরম্যান। সে প্রায়ই বলে, 'আমরা পরস্পরের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছি, লিভি।'

লিভি শুনে হাসে। বলে, 'সে দিন স্ট্রিটকারে যদি তুমি না থাকতে তা হলে তোমার সঙ্গে পরিচয়ই হত না। তাহলে কি করতে?'

'ব্যাচেলর থাকতাম। আর কি করতাম? কিংবা এখনো হতে পারত জর্জেট অন্য কোনোদিন তোমার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিত।'

'এমন ঘটনা নাও ঘটতে পারত।'

'ঘটতে পারত।'

'না। ঘটত না। কারণ জর্জেটের তোমার প্রতি আকর্ষণ ছিল। আর ওকে তো জান। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে ওস্তাদ।'

banglainternet.com

'কি আবোল তাবোল বকছ।'

লিভি তারপর তার প্রিয় প্রশ্নটি করে বসে, 'নরম্যান, যদি এমন হত তুমি এক মিনিট দেরি করে আসতে স্ট্রিটকার কর্নারে এবং পরের গাড়িটাতে উঠে পড়তে, তা হলে কি হত?'

'আর যদি এমন হত মাছগুলোর গায়ে ডানা লেগে গেছে আর ওরা উড়ে গেছে পাহাড়ে, তা হলে কি হত? শুক্রবার ডিনারে তা হলে কি যেতাম?'

কিন্তু স্ট্রিটকার মিস হয়নি নরম্যানের আর মাছেদের গায়ে ডানাও লেগে

যায়নি। কাজেই কোনো সমস্যারও সৃষ্টি হয়নি। ওরা বিয়ে করেছে। দাম্পত্য জীবন চলছে পাঁচ বছর। আর প্রতি শুক্রবার ডিনারে মাছও খাচ্ছে। এখন নিউইয়র্কে চলেছে এক হপ্তা কাটাতে।

এসব কথা ভাবছিল লিভি, হঠাৎ দেখল ছোটখাট একটা লোক প্যাসেজ ধরে আসছে ওদের দিকে। এ আবার উদয় হল কোত্থেকে? ভাবল লিভি। তবে লোকটাকে পাত্তা দিল না সে। বাতাসে অবিন্যস্ত হয়ে যাওয়া চুল বাঁধতে লাগল আয়নায় তাকিয়ে। ওর ঠোঁট দুটো টসটসে। নরম্যান প্রায়ই বলে ওর ঠোঁটে যেন স্থায়ী চুম্বনের ভঙ্গি আঁকা রয়েছে।

চুল বেঁধে মুখ তুলে চাইল লিভি। ছোটখাট মানুষটা বসেছে ওদের বিপরীত দিকে। চোখে চোখ পড়তে লোকটা দাঁত বের করে হাসল। মাথার হ্যাটটা দ্রুত খুলে ঢেকে দিল পাশে রাখা কালো বাক্সটাকে। এটা তার হাতে ছিল। লোকটার মাথার চুল পাকা। মাঝখানে চকচকে টাক। ওদিকে চোখ পড়তে হেসে ফেলল লিভি। কিন্তু কালো বাক্সে দৃষ্টি যেতে মুছে গেল হাসি। কনুই দিয়ে ধাক্কা মারল সে নরম্যানকে।

খবরের কাগজ পড়ছিল নরম্যান। চাইল মুখ তুলে। 'কি ব্যাপার?' সে ছোটখাট মানুষটাকে খেয়াল করেনি। লিভি স্বামীর কানে কানে বলল, 'ওই লোকটার বাক্সের দিকে তাকাও।'

বলে নিজেই আবার বাক্সের দিকে নজর ফেরাল লিভি। কালো বাক্সে সাদা অক্ষরে লেখা, 'হোয়াট ইফ।'

খাটো মানুষটি লিভির দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। মাথা ঝাঁকাল বারকয়েক, বাক্সের লেখার দিকে ইঙ্গিত করে নিজের প্রতি ইশারা করল।

banglainternet.com

নরম্যান বলল, 'ওটা নিশ্চয়ই লোকটার নাম।'

লিভি বলল, 'দূর। ওটা কোনো মানুষের নাম হতে পারে?'

নরম্যান খবরের কাগজটা সরিয়ে রাখল এক পাশে। 'আচ্ছা, নাম হতে পারে কি পারে না দেখাচ্ছি তোমাকে।' সে সামনের দিকে ঝুঁকে এল। 'মিস্টার ইফ?'

ছোটখাট মানুষটি আগ্রহ নিয়ে তাকাল তার দিকে।

'ক'টা বাজে মিস্টার ইফ?'

লোকটা তার ভেষ্ট পকেট থেকে একটা বড়সড় ঘড়ি বের করল। দেখাল ডায়াল।

'ধন্যবাদ, মিস্টার ইফ,' বলল নরম্যান। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে ফিসফিস করল, 'দেখলে তো!'

আবার পড়ায় মন দিতে যাচ্ছিল নরম্যান, লক্ষ্য করল ছোটখাট মানুষটি তার কালো বাক্সটি খুলছে। ওরা দু'জনেই আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল লোকটির কাণ্ড।

৬ ইঞ্চি লম্বা, ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং ইঞ্চিখানেক পুরু ধূসর কাঁচের একটা স্ল্যাব বের করল সে বাক্স খুলে। কাঁচটার কিনারাগুলো ঢালু, কোনা গোলাকার, কোনো আকার নেই। তারপর একটা ছোট তারের স্ট্যান্ড বের করল সে, গ্লাস স্লাবের সাথে ফিট করল। জিনিসটা হাঁটুর ওপর রেখে গর্বের দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

লিভি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'হেভেনস, নরম্যান। ওতে ছবি দেখা যাচ্ছে।'

নরম্যান ঝুঁকে দেখল। তারপর তাকাল লোকটির দিকে।

'কি এটা? নতুন ধরনের টেলিভিশন?'

মাথা নাড়ল লোকটি। লিভি বলল, 'না, নরম্যান। ওতে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে।'

'কি?'

'দেখতে পাচ্ছ না? ওই সেই স্ট্রিটকার যেখানে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ওই যে তুমি পেছনের সিটে বসে আছ কালো ফেডোরা পরে সেটা তিন বছর আগে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আর ওই যে আমি আর জর্জেট যাচ্ছি। কেন, দেখছ না তুমি?'

banglainternet.com

বিড়বিড় করল নরম্যান। 'এ দৃষ্টি ভ্রম ছাড়া কিছু নয়।'

'কিন্তু দৃশ্যটা দেখতে তো পাচ্ছ, তাই না! এ জন্যেই লোকটা এটার নাম দিয়েছে "হোয়াট ইফ"। ও আমাদেরকে দেখাচ্ছে যদি এমন হত তবে কেমন হত।'

ছোটখাট মানুষটির গ্লাস স্ল্যাবে দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে। লিভির পরিষ্কার মনে আছে স্ট্রিটকারটা হঠাৎ মোড় ঘুরলে ভারসাম্য হারিয়ে সে নরম্যানের কোলের ওপর বসে পড়েছিল। ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ে লিভি। তার বিব্রত ভাব কাটানর জন্যে তার সঙ্গে কথা শুরু করে দেয় নরম্যান। জর্জেটের পূর্ব

পরিচিত ছিল নরম্যান। তবে লিভির সাথে আর পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। গাড়ি থেকে নামার সময় নরম্যান জেনে গেছে কোথায় কাজ করে লিভি।

লিভির মনে আছে নরম্যানের কাছ থেকে যখন বিদায় নিচ্ছে সে জর্জেট কেমন হিংসুটে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল তার দিকে। বলছিল, 'নরম্যানের বোধহয় তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে।' লিভি বলেছিল, 'আরে দূর। লোকটা স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। তবে ও খুব সুদর্শন, না?'

আর সেই স্ট্রিটকারটিকেই পর্দায় দেখতে পাচ্ছে লিভি। এমন সময় স্পিকারে ভেসে এল, "নেক্সট স্টপ, প্রভিডেন্স!" ট্রেনের গতি কমে আসতে শুরু করেছে। ছোটখাট লোকটি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

লিভি বলল, 'আমাদেরকে আরেকটু দেখাবেন?'

বাধা দিল নরম্যান। 'দাঁড়াও, লিভি। এসব দেখে কি লাভ?'

লিভি বলল, 'আমাদের বিয়ের দিনটি দেখতে চাই। দেখাবেন মিস্টার ইফ!'

ছোটখাট মানুষটি মাথা ঝাঁকাল সায় দেয়ার ভঙ্গিতে।

গ্লাসের স্ল্যাব আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। অল্প আলোকিত। আলোকে রেখাগুলোর রূপান্তর ঘটল শারীরিক কাঠামোতে। একটা অরগানের মিউজিক ভেসে এল লিভির কানে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নরম্যান বলল, 'ওই যে আমি। ওই তো আমাদের বিয়ে হচ্ছে। এবার তুমি খুশি তো?'

ট্রেনের শব্দ আবার ম্লান হয়ে এল, লিভি শুনল সে বলছে, 'হ্যাঁ। ওখানে তুমি আছ। কিন্তু আমি কোথায়?'

banglainternet.com

লিভি শুনেছিল নরম্যানের সঙ্গে জর্জেটের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। সে জর্জেটের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। কেন জানে না। স্ট্রিটকারে নরম্যানের সঙ্গে দেখা হবার পরে হঠাৎ করেই যেন জর্জেট উধাও হয়ে গিয়েছিল ওর চোখের সামনে থেকে। তবে নরম্যানের সাথে যতবার দেখা করেছে লিভি, হাজির থেকেছে জর্জেট।

নরম্যানকে সে পাবে না ধরেই নিয়েছিল লিভি। কারণ জর্জেট ছিল তার

চেয়ে ঢের বেশি সুন্দরী। মন খারাপ হত লিভির। সে এখন যেন শুনতে পাচ্ছে সেই কথাগুলো, 'আমি ঘোষণা করছি—'

ট্রেনের কু ঝিক ঝিক শব্দ ফিরে এল আবার। এক মহিলা তার বাচ্চা নিয়ে প্যাসেজ ধরে আসছে। কয়েকটি কিশোরী মেয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে হাসছে। এক কন্ডাক্টর দ্রুত চলে গেল সামনে দিয়ে।

তবে এসব কিছুই দেখছে না লিভি। সে স্থির তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। তারপর বলল, 'তুমি ওকেই বিয়ে করেছিলে।'

নরম্যান এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর হালকা গলায় বলল, 'করিনি, অলিভিয়া। তুমিই আমার একমাত্র স্ত্রী। ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করো।'

লিভি ঘুরল ওর দিকে। 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে—কারণ আমি তোমার কোলে গিয়ে পড়েছিলাম। না পড়লে জর্জেটকে বিয়ে করতে তুমি। ও তোমাকে না চাইলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে।'

নরম্যান বলল, 'শোনো, লিভি। তুমি আমাকে অযথাই ভুল বুঝছ। আমি যা করিনি তার জন্যে দোষ দিচ্ছ। আসলে এ সবই ঘটছে এক বোকা যাদুকরের ফালতু দৃশ্য দেখে।'

'কিন্তু তুমি করেছ।'

'কিভাবে জানলে?'

'তুমি নিজেই তো দেখেছ।'

'আমার ধারণা ওটা ছিল এক ধরনের সম্মোহন।' হঠাৎ রেগে গেল নরম্যান। সে ছোটখাট মানুষটির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'এখান থেকে কেটে পড়ুন, মিস্টার ইফ। বেরিয়ে যান। ভালোয় ভালোয় না গেলে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

banglainternet.com

লিভি ওকে ধাক্কা দিল কনুই দিয়ে। 'থাম! থাম বলছি! এসব কি শুরু করেছ!'

ছোটাখাট মানুষটি তার সিটের কোনায় জড়োসড়ো হয়ে বসল। কালো ব্যাগটা রাখল পেছনে। তার দিকে একবার তাকাল নরম্যান, তারপর লিভির দিকে। মিনিট পনেরো কিছু বলল না সে। ট্রেন ইতোমধ্যে নিউ লন্ডন ছাড়িয়ে এসেছে। নরম্যান নীরবতা ভেঙে ডাকল, 'লিভি!'

জবাব দিল না লিভি। তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। তবে কিছুই দেখছে না।

আবার ডাকল নরম্যান, 'লিভি! কথা বল!'

নিষ্প্রাণ গলায় বলল লিভি, 'কি ?'

নরম্যান বলল, 'এসবের কোনো মানে হয় না। বুঝতে পারছি না লোকটা এসব ঘটাচ্ছে কি করে। তবে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা উচিত তোমার। ধর, আমি যদি জর্জেটকে বিয়ে করতাম তুমি কি একা থাকতে ? আমার তথাকথিত বিয়ের সময় শুনেছিলাম তোমারও নাকি বিয়ে হতে যাচ্ছিল।'

'আমি বিয়ে করিনি।'

'তুমি কি করে জান ?'

'তাহলে আমি বলতাম। আর আমার মনের কথাও ফুটে উঠত ওই পর্দায়। আর বিয়ে করলেও সে ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর অধিকার ছিল না।'

'তা হয়তো ছিল না। তবে আমার কথা হল বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে "যদি হতে পারত" ধরনের চিন্তা স্রোতে গা ভাসান কি ঠিক হচ্ছে ?'

লিভির নাকের পাটা ফুলে উঠল। কিছু বলল না।

নরম্যান বলল, 'শোনো! উইনির বাড়িতে নববর্ষ উদযাপনের দিনটির কথা মনে আছে তোমার ?'

'আছে। এক কেস অ্যালকোহল ঢেলে দিয়েছিলে তুমি আমার গায়ে।'

'আমি বলতে চাইছি আমাকে বিয়ে করার অনেক আগে থেকে উইনি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

banglainternet.com

'তাতে কি ?'

'জর্জেট তারো ভালো বন্ধু, নয় কি ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তা হলে ওই লোককে সেই পার্টির দৃশ্য দেখাতে বল যদি সত্যি আমি জর্জেটকে বিয়ে করে থাকি। বাজি ধরে বলতে পারি তা হলে ওখানে তোমাকেও তোমার স্বামী অথবা বাগদত্তার সঙ্গে দেখা যাবে।'

ওকে ইতস্ততঃ করতে দেখে নরম্যান বলল, 'তুমি ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছ ?'

গনগনে চেহারা নিয়ে লিভি বলল, 'মোটেই না! আর আমি বিয়ে করে থাকলেই বা কি।'

নরম্যান ছোটখাট মানুষটির দিকে তাকাল। তাকে কিছু বলে দেয়ার প্রয়োজন হল না। গ্লাস স্ল্যাব তার কোলে চলে এসেছে। নরম্যান বলল, 'রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল লিভি। ট্রেনের আওয়াজ ক্রমে আবার ম্লান হয়ে আসতে লাগল।

আবার কল্পনার জগতে ফিরে গেল ওরা। লিভি নিজেকে আবিষ্কার করল উইনির বাড়ির দোর গোড়ায়। আজ নববর্ষ। বাইরে তুষার পড়ছে। লিভি মাত্র ওর কোট খুলেছে, এমন সময় সবাই ওকে দেখে "হ্যাপি নিউ ইয়ার" বলে চিৎকার করে উঠল। ওকে উদ্দেশ্য করে জর্জেট বলল, 'তোমার সাথে কেউ আসেনি, অলিভিয়া?'

লিভি জবাব দিল, 'মনে হয় ডিক কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে।'

জর্জেট কষ্টার্জিত হাসি হাসল। 'বেশ। নরম্যান আছে এখানে। তোমাকে আর একাকীত্বে ভুগতে হবে না, ডিয়ার।'

খানিক পরে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল নরম্যান। হাতে ককটেল শেকার। লিভিকে দেখে এগিয়ে গেল। 'আরে, এতদিন কোথায় ছিলে? মনে হচ্ছে বিশ বছর ধরে তোমাকে দেখি না। কি ব্যাপার? ডিক কি কার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না নাকি?'

'আমার গ্লাসটা ভরে দাও, নরম্যান,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল জর্জেট।

'তুমিও একগ্লাস নেবে, লিভি?' জর্জেটের দিকে তাকাল না নরম্যান।

banglainternet.com

'আমি তোমার জন্যে একটা নিয়ে আসছি,' বলে ঘুরল সে। আর তক্ষুণি ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

কার্পেটের কোনায় বেঁধে গিয়েছিল নরম্যানের জুতো। হোঁচট খেল সে। হাত থেকে ছিটকে গেল ককটেল শেকার। বরফ ঠাণ্ডা মদটা একেবারে গোসল করিয়ে দিল লিভিকে।

ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল লিভি। হাঁপাচ্ছে। নরম্যান বারবার "জঘন্য" বলে চিৎকার শুরু করে দিল। আর জর্জেট ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আশা করি তোমার জামাটা খুব বেশি দামি নয়, লিভি।'

ঘুরল লিভি। এক দৌড়ে চলে গেল শোবার ঘরে। ঘর খালি। বিছানার ওপর কতকগুলো কোট। ওগুলোর মাঝ থেকে নিজেরটা খুঁজছে লিভি, নরম্যান ঢুকল ঘরে। বলল, 'লিভি, জর্জেট কি বলল তার দিকে কান দিও না। আমি সত্যি দুঃখিত। আমি দাম—'

'ঠিক আছে,' বলল লিভি। তাকাচ্ছে না নরম্যানের দিকে, 'দোষটা তোমার ছিল না। আমি এখন বাড়ি যাব। কাপড় পাল্টাব।'

'আবার আসবে না?'

'জানি না। তবে মনে হয় না।'

'দেখ, লিভি...' নরম্যানের উষ্ণ আঙুলের স্পর্শ পেল সে কাঁধে—

লিভি নিজের ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি টের পেল। যেন মাকড়সার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে এবং—

—এবং ট্রেনের শব্দ ফিরে এল আবার।

সাঝ নেমেছে। ট্রেনের আলো জ্বলছে। নরম্যান তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখ ঘঁষতে ঘঁষতে বলল, 'কি হল?'

লিভি বলল, 'ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ করেই।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে দেখলাম।'

'বাস্তব জীবনেও আমি তাই করেছি।'

'কিন্তু বাস্তব জীবনে আমি তোমার স্ত্রী। এবার তোমার হুমড়ি খেয়ে পড়ার কথা ছিল জর্জেটের ওপর। ব্যাপারটা অদ্ভুত, না?' ও নরম্যানের কথা ভাবছে; নরম্যানের হাত ওর কাঁধের ওপর...

banglainternet.com

নরম্যানের দিকে তাকাল সে। সন্তুষ্টির গলায় বলল, 'দেখলে তো আমার বিয়ে হয়নি।'

'না। হয়নি। কিন্তু ডিক রিনহার্ডটের সঙ্গে তুমি প্রেম করতে?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে বিয়ে করার কথা ভাবনি, লিভি?'

'জেলাস, নরম্যান?'

নরম্যানকে হতবুদ্ধি দেখাল। 'কেন হবে? ওই গ্লাসের দৃশ্যের জন্যে? অবশ্যই না।'

'মনে হয় না ওকে আমি বিয়ে করতাম। তবে এসব এখন বাদ দাও। বাস্তব জীবন নিয়ে ভাব। কি হতে পারত এ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।'

নরম্যান ওর হাত চেপে ধরল। 'না, লিভি। আরেক বার। এই মুহূর্তে আমরা কি করছি খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। ঠিক এ সময়টাতে। যদি এ সময়ে আমি জর্জেটকে বিয়ে করতাম।'

সামান্য ভীত দেখাল লিভিকে। 'তার দরকার নেই, নরম্যান।' সে আর কিছু দেখতে চায় না। সে এই জীবন নিয়েই সুখি থাকতে চায়। নিউ হেভেন নিয়ে আর মাথা ব্যথা করতে চায় না।

কিন্তু নরম্যানের পীড়াপীড়িতে রাজি হতেই হল লিভিকে। তবে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে রাখল সে। ভাবল, কল্পনার কোনো কিছু ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

নরম্যান ছোটখাট মানুষটিকে বলল, 'নিন। শুরু করুন।'

হলদে আলোয় আবার কাজ শুরু হয়ে গেল। তবে এবার সব কিছু ধীরে ধীরে হচ্ছে মনে হল। ঝাপসা স্ল্যাব পরিষ্কার হয়ে এল, যেন বাতাসের ঝাপটায় কেটে গেল মেঘ। নরম্যান বলল, 'কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। এখানে শুধু আমাদের দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছি।'

ঠিকই বলেছে নরম্যান। ছ'জন মানুষ বসে আছে ট্রেনে। ট্রেন ঝিকঝিক করে ছুটে চলেছে। দৃশ্যটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লিভি। সিদ্ধান্তে নিল আর কখনো কল্পনা নিয়ে খেলবে না।

নরম্যানকে বলল, 'যদি হত বা হতে পারত এমন অনেক ঘটনাই মানুষ কল্পনা করে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। শুধু ভুল বোঝাবুঝিই হয়। বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি?'

banglainternet.com

মাথা ঝাঁকাল নরম্যান।

লিভি বলল, 'পৃথিবীতে এরকম "যদি হত"র মতো লাখ লাখ ঘটনা হয়তো আছে। কিন্তু আমার সেসব নিয়ে আর কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি আর কখনো জানতে চাইব না যদি এমন হত তাহলে কেমন হত।'

নরম্যান বলল, 'রিল্যাক্স, ডিয়ার। এই নাও তোমার কোট,' বলে স্যুটকেসের দিকে হাত বাড়াল।

লিভি বলে উঠল, 'আরে, মিস্টার ইফ গেলেন কোথায়?'

নরম্যান ঘুরল। দেখল ওদের বিপরীত দিকের সিটখানা খালি। হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে ছোটখাট মানুষটি। 'কি জানি। কোথাও হয়তো নেমে গেছে।' বলল নরম্যান।

'চলন্ত ট্রেন থেকে কোথায় নামবে? তাছাড়া হ্যাটটাও নিয়ে যায়নি।' বলে ঝুঁকল লিভি।

নরম্যান বলল, 'কিসের হ্যাট?'

লিভি খামোকাই মেঝে হাতড়ে বেড়াল। কিছুই ঠেকল না হাতে। 'এটা তো এখানেই ছিল—স্পর্শও পেলাম যেন।' সিধে হল সে, 'ওহ্, নরম্যান। যদি—'

নরম্যান ওর ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপ দিল। 'ডার্লিং...'

লিভি বলল, 'দুঃখিত। নাও, স্যুটকেসগুলোতে একটু হাত লাগাও।'

অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ

banglainternet.com